দৈনিক সংবাদ

169

তারিখ ... 09 JUN 1987 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম 3 ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ চাই

ফলপ্রসূ গণযোগাযোগ ব্যবস্থা এখন যে কোন দেশের জাতীয় উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও তথ্য বিভাগসমূহে পেশাগত ভাবে শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রচুর জনশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পেশাগত এই বিষয়টির শিক্ষা কার্যক্রমের তেমন কোন উন্নয়ন বা সম্প্রসারণ হয়নি। ২৫ বছর পূর্বে ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স চালুর মাধ্যমে উক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স পর্যায়ে ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা কোর্স তুলে দিয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার বিষয়ে অনার্স এবং মাষ্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। কিন্তু এখনো সেখানে এম, ফিল বা পিএইচডি'র মতো গবেষণা ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়নি। দেশের অন্য তিনটি যথা রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং জাহাংগীর নগরস্থিত সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনো এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে শিক্ষাকার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়টি বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু করার প্রস্তাব থাকলেও আজও পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজও উক্ত বিষয়টি সেখানে চালু করবার জন্য গত দু'বছর যাবত আন্দোলন করে আসছে।

সরকার খুলনায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছেন। সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রেক্ষিতে খুলনা শহর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। খুলনায় ১০০ কিলোওয়াট বেতার কেন্দ্র ও একটি টেলিভিশন উপকেন্দ্র অবস্থিত। বর্তমানে খুলনা থেকে ১০টি দৈনিক এবং ১৭টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলোর বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক অফসেট প্রক্রিয়ায় ছাপা হয়।

আলোচ্য পটভূমিকার আলোকে এবং খুলনা শহরে উক্ত বিষয় সম্পর্কে ব্যবহারিক শিক্ষার পর্যাপ্ত সুবিধা থাকায়, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়টিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

জাহাঙ্গীর কবির,
কার্মগেট, ঢাকা।